The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

মানব জীবনে সুন্নাহর পরিপালনঃ পদ্ধতি ও কৌশল

[The Indispensability of Sunnah in Human Life: Methods and Techniques]

Dr. Md. Barkullah Bin-Dur
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 02 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Sunnah, Indispensability, obedience, discard, Accept, Methods, Implementation, Effective.

ABSTRACT

Islam is not simply a product of human intellect; rather, it is a divinely revealed and ordained system of life grounded in divine guidance. Its core principles are derived from the Qur'an and the Sunnah, which serve as foundational sources of Islamic law and direction. Just as the Qur'an represents divine revelation, the Sunnah equally constitutes an essential part of this divine instruction. Observing the Qur'an is obligatory, as is emulating the sayings, actions, and practices of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him). Together, the Qur'an and Sunnah form the dual pillars of Islamic jurisprudence and the framework of an Islamic lifestyle. The Qur'an shines as the guiding light of Islam, while the Sunnah acts as its illuminating radiance. Just as a lamp without light is ineffective, so is the effort to understand the Qur'an without acknowledging the Sunnah. In the realm of Islamic sciences, the Qur'an serves as the heart of divine guidance, while the Sunnah functions as the essential arteries that nourish and illuminate it. The Sunnah not only provides a clear exposition of the Qur'an but also offers a detailed portrayal of the exemplary life of its bearer, the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him). It encapsulates his conduct, principles, directives, and teachings with great depth. In this regard, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi wisely noted, "The Sunnah elucidates the concise statements of the Qur'an, clarifies its ambiguities, and elaborates on its implied meanings." Thus, the indispensability of the Sunnah in Islamic jurisprudence, positioned immediately after the Qur'an in authority, is irrefutable. Without the Sunnah, one cannot form a comprehensive and coherent understanding of Islam's ethos and structure. Indeed, envisioning Islam devoid of the Sunnah is an impossibility.

ভূমিকা

সুন্নাহ হলো ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। যাকে ওহিয়ে গাইর মাতলু অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনে চূড়ান্ত সফলতার জন্য সুন্নাহর পরিপালন করা অপরিহার্য। মানব জীবনে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবই সমাজে অশান্তি, অনৈতিকতা ও বিভ্রান্তির মূল কারণ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। মুসলমানদের উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়ও আল-কুরআন ও সুন্নাহর পথনির্দেশ। সুন্নাহ কেবল একটি ধর্মীয় আদর্শ নয়; বরং এটি জীবন পরিচালনার একটি বাস্তব পথনির্দেশনা। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনে সুন্নাহ পরিপালনের প্রবণতা কমে যাওয়ায় সমাজে চারিত্রিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন এবং আত্মিক শূন্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই গবেষণায় মানব জীবনে সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা, তা পরিপালনের পদ্ধতি ও কার্যকর কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ পরিপালন, অনুকরণ ও আনুগত্যের উপরেই সকল ইসলামী কর্ম ও জ্ঞানের ভিত্তি। তাই মানব জীবনের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে সুন্নাহভিত্তিক হওয়া অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ বিষয়ে অধ্যয়ন মানব জীবনে সুন্নাহর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও আধুনিক বাস্তবতায় এর প্রয়োগ কৌশল বোঝার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সুন্নাহ পরিচিতি

সুন্নাহ (اَلسُّنَّةُ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন। বহুবচনে سُنَنٌ।[১] স্কলারগণ 'সুন্নাহ' শব্দটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ১. اَلسِّيْرَةُ وَالطَّرِيْقَةُ (পথ ও পদ্ধতি),[২] هِيَ الطَّرِيْقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْمُوْدَةً أَوْ سَيِّئَةً 'পথ, সেটা প্রশংসিত হোক বা মন্দ

হোক'।[৩] ২. ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, وَهِيَ الطَّرِيْقُ الْمُسْتَقِيْمُ 'সুন্নাহ হলো সহজ-সরল পথ'।[৪] اَلْأُمَّةُ (গোষ্ঠি, জাতি)।[৫] ৩. اَلْإِمَامُ الْمُتَّبَعُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ (অনুসরণীয় ইমাম)।[৬] ৪. اَلطَّبِيْعَةُ (স্বভাব-প্রকৃতি) ইত্যাদি।[৭] মোটকথা, সুন্নাহ শাব্দিটি- জীবন পদ্ধতি, রাস্তা, পথ, রীতি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে 'সুন্নাহ' অর্থ আকৃতি রূপরেখা, তরীকা। সেখান থেকে এসেছে নবী সা.-এর কর্ম পদ্ধতি, যা হাদীসের মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে।[৮]

পরিভাষায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) বলেন,

هِيَ مَا صَدَرُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْإِعْجَازِ يَعْنِيْ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.

'রাসূল সা.-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে যা প্রকাশ পেয়েছে তাই সুন্নাত, যা কুরআন নয়'।[৯] তিনি আরও বলেন,

السُّنَّةَ هِيَ مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلهِ وَرَسُولِهِ

'সুন্নাত হল, যার উপর শারঈ দলীল প্রতিষ্ঠিত। কেননা তার মাধ্যমেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা হয়'।[১০]

ইমাম আবূ ইসহাক্ব শাত্বিবী (মৃ. ৭৯০ হি./১৩৮৮ খ্রি.) বলেন,

يُطْلَقُ لَفْظُ "السُّنَّةِ" عَلَى مَا جَاءَ مَنْقُوْلًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْخُصُوْصِ مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ بَلْ إِنَّمَا نُصَّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ بَيَانًا لِمَا فِي الْكِتَابِ أَوْ لَا.

'সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ হয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে, যা রাসূল সা. হতে বর্ণিত হয়েছে, কুরআনে বর্ণিত হয়নি। বরং রাসূল সা. হতে যা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যা বর্ণিত হয়নি'।[১১]

মানব জীবনে সুন্নাহর পরিপালন

মুসলিমদের উপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ সা. যে বিষয়ে আমাদেরকে আদেশ করেছেন, সেগুলোকে পরিপালন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

'হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আনুগত্য কর, তোমরা যখন তাঁর কথা শুনেছ তখন তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না'।[১২]

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার পরিপালন করা বান্দার জন্য অপরিহার্য। আর রাসূলুল্লাহ a-এর নিঃশর্ত আনুগত্যের মাধ্যমে এই অপরিহার্যতা অর্জিত হয়ে থাকে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

'যে রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয় সে আল্লাহ্রই অনুগত হয়ে থাকে; এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি'।[১৩]

﴿عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَّعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.﴾

আবূ হুরাইরাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, বস্তুত সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে যেন আমারই অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম হলেন ঢালস্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং যে আল্লাহ্র প্রতি ভয় রেখে তাঁর বিধান মোতাবেক শাসন চালায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, তার বিনিময়ে সে ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু যদি সে তার বিপরীত কোন কথা বলে, তাহলে তার গুনাহও তার ওপর বর্তাবে।[১৪]

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো তাঁর সুন্নাহর পরিপালন করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

'আমরা এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য স্বীকার করা হবে'।[১৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, 'তাদের নিকট যে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের আনুগত্য করা ফরয বা আবশ্যক করা হয়েছিল'।[১৬]

পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী ও রাসূল তাঁদের স্ব স্ব কওমকে তাঁদের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করতেন। এটা তাদের দাওয়াতী কর্মসূচির অন্যতম বিষয় ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'।[১৭] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম'।[১৮]

সুন্নাত পরিপালনকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'হে নবী সা.! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য সর্বক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট'।[১৯] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লমা সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ 'আপনার জন্যও যথেষ্ট'। ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'মুমিনগণের মধ্যে যারা আপনার আনুগত করে তাদের জন্যও যথেষ্ট'। আর এটা রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্যকারী মুমিন-বান্দাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে, তিনি শত্রুদের উপর যথেষ্ট হবে এবং সহযোগিতা করবেন'।[২০]

পরিপালনে সমৃদ্ধি ও অবাধ্যতায় দুঃখ-দুর্দশার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ 'যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং এটাই মহা সাফল্য'।[২১] আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে'।[২২]

এছাড়া রাসূল সা. যা দেন তা গ্রহণ করা ও যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর'।[২৩] ইমাম শাওকানী রহ. বলেন যে, 'এই আয়াতের কথাগুলো সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আয়াত নাযিলের পিছনের ঘটনা আয়াতের অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয় না। বরং নবী সা.-এর কাছ থেকে আসা সকল নিয়ম, আদেশ বা নিষেধ এবং কথা ও কর্মের বেলায় তা প্রযোজ্য'।[২৪]

রাসূল সা. তাঁর সুন্নাহ অবজ্ঞা করার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বানী করে বলেন, 'অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছবে, তখন সে বলবে, আমি অবহিত নই। আমরা যা আল্লাহর কিতাবে পাবো শুধু তারই অনুসরণ করবো'।[২৫] এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে বিলাসিতা ও বিদ'আতের ব্যাপারে আগ্রহী, যে ঘরে বসে থাকে এবং জ্ঞান ও হাদীসের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকে।[২৬] অতএব এখানে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ত্যাগ স্বীকার করা, শিক্ষালাভ ও পরিশ্রম করার ব্যাপারে তাদের অনীহার জন্যই তারা সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সাহাবাই কিরামগণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাঁরা কোন সংশয় বা প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়াই নবী সা.-কে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করেছেন।[২৭] উদাহরণস্বরূপ নবী সা. সালাতের মাঝে তাঁর জুতা খুলে ফেললেন। সাহাবীগণও তা অনুসরণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি তাদেরকে জুতা খুলে ফেলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললেন, 'কেননা আমরা আপনাকে আপনার জুতা খুলে ফেলতে দেখেছি'। তখন তিনি তাঁদের ব্যাখ্যা করে বললেন, 'জিবরীল আ. আমাকে জানিয়ে ছিলেন যে, আমার জুতায় কিছু ময়লা লেগেছিল'।[২৮] এছাড়া সকল যুগের বিশ্লেষকগণ একমত যে, সকল মুসলিমের জন্য নবী সা.-এর সুন্নাহ অথবা নবী মুহাম্মদ সা.-এর পথ পরিপালন করা অবশ্যক।[২৯]

প্রত্যেক ইমাম ও মুহাদ্দিস নিজেদের কথার বিপরীত সুন্নাহ ভিত্তিক কোন কথা পাওয়া গেলে, তাদের কথা পরিত্যাগ করে সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছেন। যেমন,

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, 'যখন আমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল সা.-এর হাদীস বিরোধী, তাহলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে'।[৩০]

২. ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'আমি নিছক একজন মানুষ। আমি ভুলও করি শুদ্ধও করি। তাই তোমরা আমার অভিমতের প্রতি লক্ষ্য কর। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর, আর যতটুকু এতদুভয়ের সাথে গরমিল হয় তা পরিত্যাগ কর'।[৩১]

৩. ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, 'আপনারাই (এখানে আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-কে সম্বোধন করা হয়েছে) হাদীস বিষয়ে ও তার রিজালের (বর্ণনাকারীদের) ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তাই সহীহ হাদীস পেলেই আমাকে জানাবেন। চাই তা কূফাবাসীদের বর্ণনাকৃত হোক, চাই বাসরাবাসীদের হোক অথবা শাম-বাসীদের (সিরিয়ার) হোক; বিশুদ্ধ হলে আমি তাই গ্রহণ করব'।[৩২]

৪. ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, 'তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফিঈ, আওযা'য়ী, সাউরী এদেরও কারও অন্ধ অনুসরণ করো না বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর'।[৩৩]

উপরিউক্ত আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাহকে পরিপালন করা অপরিহার্য। বিস্তৃত ময়দান থেকে কোন অংশ বাদ দিয়ে প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভবপর নয়।

পদ্ধতি ও কৌশল

সুন্নাহ পরিপালনের জন্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যা সুন্নাহ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক যুগের তরুণ পরিবারগুলোর উচিত ঘরে ও বাইরে, জীবনের সব ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহর শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা। নিচে সুন্নাহর পরিপালনে বাস্তব পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হলো:

১. সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন: সুন্নাহ পরিপালনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে আল-কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।[৩৪] সুতরাং সুন্নাহ কী, এর গুরুত্ব এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। এক্ষেত্রে হাদীস গ্রন্থ এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামী সাহিত্য থেকে সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।

২. ছোট ছোট সুন্নাহ থেকে শুরু করা: সুন্নাহর পরিধি ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। তাই সুন্নাহ পরিপালনের পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে শরী'আতের ছোট ছোট সুন্নাহ থেকে শুরু করা যেতে পারে। যা পালনে সহজ ও বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে অত্যন্ত কার্যকরী। যদিও সুন্নাহ ছোট কিংবা বড় বলে পৃথকীকরণ করার কোন সুযোগ নেই। যেমন: ক. ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নাহ: খাবার গ্রহণের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা[৩৫], ডান হাতে খাওয়া[৩৬], খাবার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা[৩৭], ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পড়া[৩৮] ইত্যাদি। খ. পারিবারিক ক্ষেত্রে সুন্নাহ: পরিবারের সাথে সদাচরণ ও দয়া, গৃহকর্মে সাহায্য করা, পরিবারে সদস্যদের সাথে সময় কাটানো ও 'ইবাদত করা, সাল্লাম ও সুন্নাতী অভিবাদনের প্রসার ঘটানো ইত্যাদি। গ. কর্মক্ষেত্রে সুন্নাহ: সততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখা, পরিশ্রম ও পেশাগত উৎকর্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও অধীনস্থদের প্রতি সুবিচার, 'ইবাদত ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা ইত্যাদি। ঘ. প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুন্নাহ: সত্যবাদিতা ও যাচাই-বাছাই, গীবত ও অশোভন কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা, পর্নোগ্রাফী ও অশ্লীল কন্টেন্ট থেকে দূরে থাকা, সময় অপচয় রোধ ও উপকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করা, অনলাইন যোগাযোগে সৌজন্যতা ও শালীনতা বজায় রাখা ইত্যাদি। ঙ. স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনে সুন্নাহ: পরিমিত খাদ্যাভাস, স্বাস্থ্যকর দৈনন্দিন অভ্যাস, ব্যায়াম ও শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-বালাই ও চিকিৎসা ইত্যাদি। চ. সময় ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলায় সুন্নাহ: শুরুতেই দিনের কাজের পরিকল্পনা করা, প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া, সময় নষ্টকারী বিষয়ে সংযমশীলতা, অবসর সময়কে সৎকাজে লাগানো, প্রতিদিনের জন্য আত্মসমালোচনা ও পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

৩. নিয়মিত সুন্নাহ পালনে উৎসাহিত করা: সুন্নাহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহ নিয়মিত পরিপালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটা মহানবী সা. এর চিরায়ত অভ্যাস। তিনি যে কাজটি শুরু করতেন তা কখনো পরিত্যাগ করতেন না, যদিও তা যতই ছোট বা কম হোক না কেন।[৩৯] সুতরাং পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুন্নাহ পরিপালনে উৎসাহিত করা এবং একে অপরের সাথে সুন্নাহ পালনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যেতে পারে।

৪. সুবিধাজনক সময়ে সুন্নাহ পালন করা: ব্যস্ততা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই অবসর হলেই সুবিধাজনক সুন্নাহ পরিপালনে অভ্যস্ত হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগ দাও'।[৪০] আর মহানবী সা.-এর দিকনির্দেশনা অতি বাস্তবসম্মত।[৪১] সুতরাং এমন কিছু সুন্নাহ আছে যা সুবিধাজনক সময়ে পালন করা যায়। যেমন: তাহাজ্জুদ সালাত, চাশতের সালাত, নফল সিয়াম ইত্যাদি।

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা: এটা ইসলামের অন্যতম ভূষণ। এছাড়া এটা নববী সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমে সুন্নাহ বাস্তবায়নের কার্যকরী কৌশল। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত বর্ণনা করেছেন। মহানবী সা. তাঁর জিন্দেগীতে তার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।[৪২] সুতরাং সুন্নাহ পরিপালনের আবশ্যকতা অন্যদের জানানো এবং যারা সুন্নাহ পালন করে না তাদের উৎসাহিত করা।

পঠন-পাঠনের কৌশল

১. আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়: ইসলামিক স্টাডিজ, আইন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সুন্নাহর বহুমুখী দিকগুলো তুলে ধরা। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতি বিভাগে ইসলামিক অর্থনীতির আওতায় সুন্নাহর আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের নিয়মাবলী পড়ানো যেতে পারে।

২. কেস স্টাডি ও উদাহরণ: বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও কেস স্টাডির মাধ্যমে সুন্নাহর নির্দেশনাগুলো কীভাবে কার্যকর হয়, তা বোঝানো।

৩. ক্ষেত্র গবেষণা ও প্রকল্প: শিক্ষার্থীদের সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে ছোট ছোট গবেষণা প্রকল্প বা সার্ভে করার সুযোগ দেয়া, যা তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৪. বিশেষজ্ঞদের লেকচার: হাদীস বিশেষজ্ঞ, ইসলামিক স্কলার এবং সুন্নাহর গবেষকদের দ্বারা সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

৫. পাঠ্যক্রম প্রণয়ন: সুন্নাহর বিভিন্ন দিক কভার করে সুসংগঠিত এবং আধুনিক পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য হবে।

৬. কর্মশালা ও ব্যবহারিক অনুশীলন: শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান না দিয়ে সুন্নাহর বাস্তব অনুশীলনের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা। যেমন: সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে সালাত আদায়, ওযূ করার নিয়ম ইত্যাদি।

৭. অনলাইন রিসোর্স: শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভরযোগ্য অনলাইন রিসোর্স, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং সুন্নাহ সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলোর তালিকা সরবরাহ করা।

সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় সুন্নাহ অন্তর্ভুক্তি: প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হাদীস ও সিরাতভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করা, কওমি ও সাধারণ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সুন্নাহ বিষয়ক সংযুক্তি ও সমন্বয়।

২. ইমাম ও দাঈদের প্রশিক্ষণ: খুতবা ও বক্তৃতায় সমাজোপযোগী সুন্নাহর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা, আধুনিক চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী সুন্নাহ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা উন্নয়ন।

৩. পরিবারভিত্তিক ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা: মা-বাবা ও অভিভাবকদের সুন্নাহ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের জন্য 'সুন্নাহ লাইফ স্টাইল' প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ।

৪. গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্নাহর বাস্তবায়ন বিষয়ে আরও গবেষণাপত্র ও থিসিস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক গবেষণা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের মাঝে সুন্নাহ চর্চার একতা তৈরি।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই যে, একজন মুমিনকে আল-কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহকে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। কেননা সুন্নাহও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অহী, যাকে অহিয়ে গাইরে মাতলু বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে **'মানব জীবনে সুন্নাহর পরিপালন: পদ্ধতি ও কৌশল'** শীর্ষক কোর্স বা মডিউল চালু করা হলে শিক্ষার্থীরা সুন্নাহকে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হবে এবং একটি সুন্নাহসম্মত জীবনধারা গঠনে সক্ষম হবে। এটি কেবল ব্যক্তিগত উপকারই নয়; বরং একটি সুসংহত ও নৈতিক সমাজ গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং সুন্নাহকে অস্বীকার করে মুমিন দাবী করার কোন সুযোগ নেই।

তথ্যনির্দেশ

[১] আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৯১।

[২] ড. 'আব্দুল গনী 'আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়্যাতুস সুন্নাহ* (প্রকাশনাস্থান বিহিন: দারুল ওয়াফা-আল মা'হাদ আল আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৯৮৭ খ্রি.) পৃ. ৪৫।

[৩] মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৩৮৪ হি.), পৃ. ৮।

[৪] আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবূ বাকর শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (রিয়াদ: দারু 'আলিমিল কুতুব, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২১৬।

[৫] *প্রাগুক্ত*।

[৬] *প্রাগুক্ত*।

[৭] 'আব্দুল কারীম ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, *আল-মুহাযযাব ফী 'ইলমি উসূলিল ফিকহ্ আল-মুকারান*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৬৩৪।

[৮] *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, P. 114. Edited by James Hastings. Printed in Great Britain by MORRI- SON & GIBB Limited. N.D.

[৯] ইবরাহীম ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফিক্বাত*, ৪র্থ খণ্ড (দারু ইবনি 'আফফান, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৮৯-এর টীকা-১।

[১০] *মাজমূ' উল ফাতাওয়া*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

[১১] *আল-মুওয়াফিক্বাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৯-৯০।

[১২] সূরাহ আল-আনফাল: ২০।

[১৩] সূরাহ আন-নিসা: ৮০।

[১৪] ইমামু আবি 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আস-সাহীহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইবনি কাসীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১০৮০, হাদীস নং-২৭৯৭।

[১৫] সূরাহ আন-নিসা: ৬৪।

[১৬] আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনু কাসীর আদ-দিমাস্কী, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ত্বাইয়িবা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ৩৪৭।

[১৭] সূরাহ আন-নূহ: ৩।

[১৮] সূরাহ আন-নূর: ৫২।

[১৯] সূরাহ আল-আনফাল: ৬৪।

[২০] 'আব্দুর রহমান ইবনু নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান* (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩২৫।

[২১] সূরাহ আন-নিসা: ১৩।

[২২] সূরাহ আল-আহযাব: ৭১।

[২৩] সূরাহ আল-হাশর: ৭০।

[২৪] মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড (দামেস্ক: দারু ইবনি কাসীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ২৩৬।

[২৫] আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস ইবন ইসহাক্ব ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন আমরিল আযদী আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.), হাদীস নং-৪৬০৫।

[২৬] শারফুদ্দীন হুসাইন ইবন 'আব্দিল্লাহ আত-তীবী, *শারহুত তিব্বী 'আলাল মিশকাতিল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবা নায্যার মুস্তফা আলবায, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৬২৯।

[২৭] *হুজ্জিয়্যাতুস সুন্নাহ*, পৃ. ২৮৩-২৯১।

[২৮] আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৬৫০।

[২৯] *হুজ্জিয়্যাতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৪৫-৩৮২।

[৩০] মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিফাতু সলাতিন্নাবী* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৪৮।

[৩১] আবূ 'আমর ইউসূফ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল বার্র, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহী*, ১ম খণ্ড (সৌদী 'আরব: মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যাহ আস-সৌদিয়্যা, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৭৭৫।

[৩২] *সিফাতু সলাতিন্নাবী*, পৃ. ৫১-৫২।

[৩৩] ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মু'আক্কিয়ীন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

[৩৪] সূরাহ আল-'আলাক: ১; সূরাহ আয-যুমার: ৯; সূরাহ আর-রা'দ: ১৬; মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৮১, হাদীস নং ২২৪।

[৩৫] ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫৬, হাদীস নং-৫০৬১।

[৩৬] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী আন-নাইসাপুরী, আস-*সাহীহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি), পৃ. ১৫৯৯, হাদীস নং-২০২১।

[৩৭] মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি), পৃ. ২৬৫, হাদীস নং-১৮১৬।

[৩৮] আহমাদ ইবনু শু'আইব আবূ 'আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, *সুনানুল কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৩৮, হাদীস নং-১০৭৯৫।

[৩৯] মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ইবনু আহমাদ আবূ হাতিম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪০৮, হাদীস নং-৩৬৪৭।

[৪০] সূরাহ আলাম নাশরাহ: ৭-৮।

[৪১] মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩৪১, হাদীস নং-৭৮৪৫।

[৪২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দির রহমান আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ১৩৩, হাদীস নং-২০৩২।